মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সংখ্যা ঃ ৮৫ ■ বর্ষঃ ১১ ■ মার্চ ২০১৬

জানুয়ারি ২০১৬ মাসের প্রোগ্রাম পরিচিত ও রিকভারী সম্মেলন

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে জানুয়ারি মাসের প্রোগ্রাম পরিচিতি ও রিকভারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব টিপু মুনশি এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড.রাখাল চন্দ্র বর্মন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ মোসলেম চৌধুরী। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান।

রিকভারী সম্মেলন
জনাব টিপু মুনশি
জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন
ড. রাখাল চন্দ্র বর্মন
জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী
জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে জানুয়ারি মাসের প্রোগ্রাম পরিচিতি ও রিকভারী সম্মেলনে উপস্থিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব টিপু মুন্‌শি এমপি এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

প্রধান অতিথি তাঁর দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্যে বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'জিরো টলারেন্স' ঘোষণা করেছেন। তিনি এর পুনরাবৃত্তি করে বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সকলকে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। তিনি আরো বলেন, যে মুখে আমরা মাকে ডাকি সে মুখে মাদক গ্রহণ নয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটির কার্যক্রম দৃশ্যমান করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

৬টি বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০১৬ মাসের কার্যক্রম প্রদর্শনের জন্য ৬টি স্টল সজ্জিতকরণ করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ স্টলগুলো ঘুরে দেখেন।

মাদকদ্রব্যের চাহিদা ও ক্ষতিহ্রাসের লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে 'মাদকদ্রব্যের চাহিদা ও ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে' বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়, এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, মাদকদ্রব্যের চাহিদা ও ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে জানুয়ারি/২০১৬ মাসব্যাপী সারা বাংলাদেশে মাদকবিরোধী অভিযান ও প্রচারণা মাস হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরবরাহ হ্রাসের ওপর গুরুত্ব প্রদানসহ চাহিদা এবং ক্ষতি হ্রাসের ওপরও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোনো বিলবোর্ড, দেয়াল লিখন দৃশ্যমান ছিলনা। এখন দেশের সর্বত্র মাদক বিরোধী দেয়াল লিখনসহ প্রচার প্রচারণা দৃশ্যমান হচ্ছে। মাদকদ্রব্যের চাহিদা ও ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে। মাদকদ্রব্যের চাহিদা ও ক্ষতি হ্রাসে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কি করণীয় তা নিয়ে সভায় সকলকে আলোচনার জন্য আহ্বান করেন। এরপর তিনি পরিচালক, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকে মাদকদ্রব্যের চাহিদা ও ক্ষতি হ্রাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করার জন্য আহ্বান করেন। পরিচালক, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন তাঁর উপস্থাপনার মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চাহিদা ও ক্ষতি হ্রাস কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। তিনি বলেন

পরবর্তী অংশ পৃষ্ঠা-২

যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। এগুলো হচ্ছেঃ (ক) সরবরাহ হ্রাস, (খ) চাহিদা হ্রাস ও (গ) ক্ষতি হ্রাস। ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এক বিশেষ সভায় ২৬ জুন কে আন্তর্জাতিক মাদক পাচার বিরোধী দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকে বাংলাদেশে ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদক পাচারবিরোধী দিবস হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে। এ বছর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানুয়ারি ২০১৬ মাসকে মাদক বিরোধী অভিযান ও প্রচারণা মাস হিসেবে পালন করেছে। তারই অংশ হিসেবে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় একটি মিনি প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ নেয়া হয়। উক্ত প্যাভিলিয়নের মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচারণা কার্যক্রমসহ বিশেষজ্ঞ কাউন্সেলরদের মাধ্যমে কাউন্সেলিং দেয়া হয়েছে। এছাড়া সারা বাংলাদেশে সভা, সেমিনার, বক্তৃতা, র‌্যালী, বিতর্ক অনুষ্ঠান, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, লিফলেট, গেঞ্জি ও ক্যাপ বিতরণের মাধ্যমে প্রচারণা কার্যক্রম চালানো হয়।

তিসি বলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধীদপ্তরের অধীনে ০৪ টি সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ১৪৮ টি বেসরকারি লাইসেন্সকৃত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।

☐ **জনাব ডাঃ শামীম মতিন চৌধুরী,** প্রাক্তন পরিচালক, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র বলেন, বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর কোন উপকারিতা আছে বলে মনে হয়না। এগুলোতে কোন রোগী ভাল হয়না বরং আরো আসক্ত হয়। একজন রোগী ১২-১৪ বার চিকিৎসা নিয়ে ও সুস্থ্য হচ্ছে না। সারা বাংলাদেশে ব্যঙের ছাতার মত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র গজাচ্ছে। তাই এগুলো কারা চালাচ্ছে তা মনিটর করা দরকার। তিনি স্কুল ভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গুলশান বনানীতে রাতে মিড নাইট পার্টিতে তরুনরা ইয়াবা সেবন করছে। খুব ছোট হওয়ার কারণে এটি বহন করা খুব সহজ। তরুনদের মাধ্যমে এগুলো সম্প্রসারিত হচ্ছে। মোবাইল ফোন এর মাধ্যমে মাদক বেঁচা-কেনা হচ্ছে। মিড নাইট পার্টির ব্যাপারে বিধি-নিষেধ থাকা উচিত। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, মেথাডন কোনো চিকিৎসার বিকল্প হতে পারেনা। এটি ও একটি মাদক। এটা ব্যবহারের জন্য কঠোর নিয়ম-কানুন থাকতে হবে। মাদকাসক্তদের জন্য সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি বাছাই করতে হবে। মাদকাসক্ত এবং মাদকাসক্তের পরিবারকে কাউন্সেলিং সেবা দিতে হবে।

☐ **প্রফেসর ঝুনু সামছুন্নাহার,** চেয়ারম্যান, সাইক্রিয়াটিক ডিপার্টমেন্ট, বিএসএমএমইউ, ঢাকা বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক খুব ভাল উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্কুল কেন্দ্রিক প্রচারণা কার্যক্রম বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের দিয়ে এ কার্যক্রম চালাতে হবে। বিএসএমএমইউ তে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা দেয়ার কোন সুযোগ নেই। চিকিৎসার ক্ষেত্রে মেথাডন এবং বুপ্রেনরফিন ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে যেন এগুলোর অপব্যবহার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।

☐ **প্রফেসর নিলুফার আক্তার জাহান,** জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউড বলেন, শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে মাদকের কেস সহ পাওয়া যাচ্ছে। তিনটি উপায়ে লোকজন মাদকের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে-(ক) অবৈধভাবে ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে, (খ) ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে এবং (গ) অননুমোদিতভাবে দোকানে সংরক্ষণের মাধ্যমে। এগুলো গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। ঔষধের নিরাপদ ব্যবহার করতে হবে। সুঁচ এর মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে অন্যরা আক্রান্ত হচ্ছে। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বহুপাক্ষিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

মতবিনিময় সভায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

☐ **প্রফেসর তাহমিনা আখতার,** সমাজ কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, বিশ্বায়ন এবং পারিবারিক বন্ধনের দৃঢ়তা নষ্ট হওয়ার কারণে তরুণ সমাজ মাদকে আসক্ত হচ্ছে। কর্মজীবী মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এখন কাজের মানুষের কাছে বাচ্চা রেখে মহিলারা অফিসে যাচ্ছে। ছাত্র শিক্ষকের সাথে সুসম্পর্ক নেই। সুস্থ্য ধারার সংস্কৃতি, খেলাধুলা ইত্যাদির অভাব রয়েছে। মেয়েদের মধ্যে মাদকাসক্তি বেড়েছে। এটি রোধ করতে হলে কাউন্সেলিং সিস্টেম বাড়াতে হবে। শিশুদের শৃঙ্খলা শেখাতে হবে। কমিউনিটি ভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ৩০ দিনের চিকিৎসা সেবা যথেষ্ট নয়। এটাকে আরো বাড়াতে হবে। গবেষণা কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কে একত্রে কাজ করতে হবে।

☐ **প্রফেসর জিয়াউর রহমান,** ক্রিমিনোলজি ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, ডিএমপি যে ক্রাইম রিপোর্ট দেয় তাতেই পরিলক্ষিত হয় দেশে মাদকের কি ভয়াবহ অবস্থা। এটা খুব দ্রুত সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। নগরায়নের ফলে ১৯২০ সালে আমেরিকায় এ সমস্যা গুরুতর ছিল। বিশ্বায়ন, প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং নগরায়নের ফলে বাংলাদেশে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পরবর্তী অংশ পৃষ্ঠা-৩

মাসিক বুলেটিন
মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন
উপদেষ্টা : **খন্দকার রাকিবুর রহমান**
মহাপরিচালক
সম্পাদক : **নাজমুল আহসান মজুমদার**
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)
সহ-সম্পাদক : **মোহাম্মদ রুহুল আমিন**
সহকারী পরিচালক (গ: প্র:)
▪ সংখ্যা : ৮৫
▪ বর্ষ : ১১শ
▪ মার্চ-২০১৬

এটাকে আরো বেশি প্রচারের প্রয়োজন। বর্তমানে একটি ইয়াবা সহ ধরা পড়লে নিম্ন আদালত তাকে দুই দিন শাস্তি দেয়। কারণ জেলে রাখতে অনেক খরচ হয়। কারওয়ান বাজার, নারায়ণগঞ্জে প্রকাশ্যে মাদক বিক্রি হচ্ছে। এগুলো দূর করতে হলে পুলিশ প্রশাসন, কারা প্রশাসন কে কঠোর হতে হবে। সামাজিক আন্দোলন, সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে। স্কুলে ভালভাবে মাদকের ভয়াবহতা তুলে ধরতে হবে। প্রতিটি স্কুলে সাইকোলজিস্ট নিয়োগ দিতে হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। এখানে সাইকোলজিষ্ট এবং কাউন্সেলর নিয়োগ দিতে হবে। প্রতিষ্ঠান কাজ না করলে ব্যক্তিকে কাজ করতে হবে।

☐ **প্রফেসর ডাঃ মো তাজুল ইসলাম,** মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউড বলেন, মাদকাসক্তির চিকিৎসকরা পৃথিবীতে যেমন, বাংলাদেশে ও তেমন হওয়া উচিত। মাদকাসক্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় থাকা উচিত। অনেকে মেথাডন নিয়ে সুস্থ্য আছেন। বুপ্রেনরফিন ও ব্যবহার করা যেতে পারে। মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য লাগসই চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবিক চিকিৎসা কতটুকু দেয়া হচ্ছে তা দেখতে হবে। বহুপাক্ষিক এবং বহুকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

☐ **প্রফেসর ডাঃ আহসান হাবিব,** মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ, আনোয়ার খান মেডিকেল কলেজ, ধানমন্ডি বলেন, চিকিৎসা পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। রোগীরা আসে সরাসরি চিকিৎসা নেয়ার জন্য। মাদকের ধরণ পরিবর্তন হচ্ছে। ইয়াবার প্রতিক্রিয়া দীর্ঘ স্থায়ী হয়। যার কারণে পিতা-মাতা টের পায়না। কোকেন এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিগারেটের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ শুরু হয়। এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করতে হবে।

☐ **প্রফেসর ডাঃ মোঃ নাজমুল আহসান,** প্রাক্তণ পরিচালক, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র বলেন, চাহিদা হ্রাস এবং ক্ষতি হ্রাস বলতে কি বুঝায় সেটা আগে বুঝতে হবে। এর ব্যবস্থাপনা সমন্বিত হতে হবে। ফলপ্রসু করতে হলে দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। জনবল এবং লজিস্টিক সাপোর্ট এর ব্যাপার আছে। তাই এত বড় একটি কাজ শুধুমাত্র মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষে সম্ভব না। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এর সাথে যুক্ত হলে প্রক্রিয়াটি আরও গতিশীল হবে।

☐ **জনাব সৈয়দ কামরুল ইসলাম,** প্রক্টর, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, তার বিশ্ববিদ্যালয়ে সবসময় মনিটর করা হয়। সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। কেউ যদি ধুমপান গ্রহণ অবস্থায় ধরা পড়ে তাকে শাস্তির আওতায় আনা হয়। তার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডোপ টেস্টের ব্যবস্থা রয়েছে। মাদক সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য তার প্রতিষ্ঠানে সেমিনার এবং ওয়ার্কসপের আয়োজন করা হবে। সিগারেট কোম্পানিগুলো কতটা নিয়ন্ত্রিত তা নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

☐ **জনাব কামাল উদ্দিন চৌধুরী,** সহযোগী অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, মাদকের ধরণ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হচ্ছে। কোকেন নিয়ে ভাবতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র এটা নিয়ে যুদ্ধ করছে। আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। তরুনরা কোন কারণ ছাড়াই মাদক গ্রহণ করছে। দেশে যেহেতু মাদকাসক্তের সংখ্যা বাড়ছে তাই নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা ও বাড়াতে হবে। নিরাময় কেন্দ্রগুলোর মান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং মনিটর করতে হবে। মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে সাইকোলজিস্ট নিয়োগ দিতে হবে।

☐ **জনাব ডাঃ মোঃ আখতারুজ্জামান,** প্রাক্তন রেসিডেন্ট সাইক্রিয়াটিস্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র বলেন, মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউড, পাবনা মেন্টাল হাসপাতাল এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য যথাক্রমে ৫০ টি, ৫০ টি এবং ২০ টি বেড ছিল। মাদকাসক্তদের চিকিৎসা করানোর জন্য উক্ত বেডগুলো চালু করার জন্য বহুবার অনুরোধ করা সত্ত্বে ও তা চালু করা সম্ভব হয়নি। মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলো আগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ছিল। সরবরাহ হ্রাস, চাহিদা হ্রাস এবং ক্ষতি হ্রাসের জন্য ইউএনওডিসি হতে নোডাল এজেন্সী চাওয়া হচ্ছিল। সে প্রেক্ষিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে নোডাল এজেন্সী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলো মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতায় চলে আসে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রামে আগে সাইকোলজিস্ট এর পদ ছিল। পরবর্তীতে এতে পরিবর্তন এসেছে। তিনি ইউএনওডিসি-র গাইড লাইন সবাইকে পড়ার অনুরোধ করেন এবং এটির বাংলা ভার্সন করা প্রয়োজন মনে করেন। এছাড়া তিনি মাদকাসক্তদের চিকিৎসা চলমান রাখার জন্য অনুরোধ করেন এবং কমিউনিটি কাউন্সেলিং এর উপর গুরুত্ব দেন।

☐ **জনাব প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান,** ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, মাদকাসক্তের চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন। মাদকাসক্তি প্রতিরোধ এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর মডেল তৈরি করতে হবে।

☐ **জনাব প্রফেসর ডাঃ সামছুল আহসান,** সহকারী অধ্যাপক, বিএসএমএমইউ বলেন, অনিশ্চয়তা নিয়ে কথা বলে যাবে না। মেথাডন ব্যবহার করা ঠিক হবে কিনা তা এর ফলাফল না দেখে বুঝা যাবেনা। মাষ্টার ট্রেইনার তৈরি একটি ভাল পদক্ষেপ।। মাদকাসক্তি মুক্তদের কাউন্সেলর হিসেবে কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। এ সব সমস্যা সমাধানের জন্য সব ধরনের লোককেই ডাকতে হবে।

☐ **জনাব ডাঃ এম এম এ সালাউদ্দিন কাউসার বিপ্লব,** বিএসএমএমইউ বলেন, মাদকাসক্তি নিরাময়ের চিকিৎসা অনেক ব্যয়বহুল। বাংলাদেশে যেসব মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র আছে তাতে চিকিৎসা করাতে একটি রোগীকে প্রতি মাসে সর্বনিম্ন ৪০০০/- টাকা খরচ করতে হয়। সারা দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তাই এ চিকিৎসার খরচ কমিয়ে মানুষের নাগালে আনতে হবে। তিনি আরো বলেন, তিনি একটি পত্রিকা চালান মনের খবর। সে পত্রিকার মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা কার্যক্রম চালানো হয়।

☐ **জনাব তরুণ কুমার গাইন,** সাইকোলজিস্ট, ক্রিয়া মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র বলেন, ১৯৯৫ সালে কেয়ার বাংলাদেশ প্রথম মাদকদ্রব্যের ক্ষতি হ্রাস নিয়ে কাজ করে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ক্ষতি হ্রাসের একটি মাধ্যম। ১৯৮০ সালে এটি নেদারল্যান্ডে শুরু হয়েছিল মাদকাসক্তদের চিকিৎসার মাধ্যমে। এটি সফল করতে হলে সারা বাংলাদেশে যারা নেশাগ্রস্ত তাদের নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

☐ **জনাব ডঃ কামরুজ্জামান মজুমদার,** চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, ক্ষতি হ্রাস কার্যক্রমের জন্য যদি মাদকাসক্তদের অন্তর্ভূক্ত করা যায় তাহলে ভাল হবে। এ কার্যক্রম সফল করতে হলে এর কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

☐ **জনাব ডাঃ মহাদেব চন্দ্র মন্ডল,** সহযোগী অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউড বলেন, সরবরাহ হ্রাস, চাহিদা হ্রাস এবং ক্ষতি হ্রাস একে অপরের সাথে জড়িত। বাংলাদেশের মাদকাসক্তরা মানসিক রোগের সাথে জড়িত। নিরাময়ের ক্ষেত্রে মেথাডন এবং বুপ্রেনরফিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পরবর্তী অংশ পৃষ্ঠা-৪

☐ **জনাব মোঃ শাহনুর হোসেন,** সহকারী অধ্যাপক, কিনিক্যান সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা কয়েক যুগ পেছনে আছি। আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন মাদকের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়না। যারা মাদক গ্রহণ শুরু করছে তাদের কে বলা হচ্ছে তুমি ইচ্ছা করলে এটি ছেড়ে দিতে পারবে। এটি আসলে ঠিক নয়। এটি একটি গুজব।

☐ **জনাব মোঃ সাফাওয়াত হোসেন,** কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্ট, এ্যাসিস্ট্যান্ট ষ্টুডেন্ট কাউন্সিলর, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বলেন, ইকো ট্রেনিং চালু করতে হবে। কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ২৫০ বেড বিশিষ্ট করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট নিয়োগ দিতে হবে।

☐ **জনাব উম্মে জান্নাত,** প্রকল্প কর্মকর্তা ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন বলেন, ৮-১৯ বছর পর্যন্ত ছাত্রদের জন্য স্কুল ভিত্তিক প্রিভেনশন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

☐ **জনাব রোজিনা বেগম,** সাইকোলজিস্ট, চীফ কনসালট্যান্ট, প্রমিসেস বলেন, ক্ষতি হ্রাসের ব্যাপারে সচেতনতা কার্যক্রম চালাতে হবে। মাদকাসক্তের পরিবারকে চিকিৎসার আওতায় আনতে হবে। তিনি আরো বলেন, সুস্থ্য বিনোদনের অভাব, খেলাধুলার অভাব এবং একটি বাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কারণে তরুনরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে।

☐ **জনাব প্রফেসর মেহতাব খানম,** কাউন্সিলিং ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, ভদ্র ঘরের এবং শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি ধনী হওয়ার জন্য মাদক ব্যবসার সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। জীবনযাত্রায় তাদের অনেকে অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে। বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক বেড়ে যাচ্ছে। তরুনরা মাদকসেবনকারী হতে মাদকব্যবসায়ী হচ্ছে। এখানে সাইকোলজিস্ট তৈরি করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। স্কুল, কলেজ এবং মাদরাসা নিয়ে কাজ করতে হবে। সরবরাহ হ্রাস নিয়ে আলোচনা থাকলে ভাল হতো। মাদক ব্যবসায়ীদের ফাঁসির আইন রাখতে হবে। কমিউনিটি লেভেলে কাজ করতে হবে এবং প্যারেন্টিং স্কিল বাড়াতে হবে।

☐ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং অনুষ্ঠানের **সভাপতি জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান** বলেন, ১৬ কোটি মানুষের দেশে ১৪৮ টি নিরাময় কেন্দ্র যথেষ্ট নয়। ইরানে প্রায় ৮০০০ নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে। সারা বিশ্বে এ নিরাময় কেন্দ্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন। মাদকাসক্তি অনেকটা ডায়াবেটিস রোগের মত। সারা জীবন এর পরিচর্যা করতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সচেতনতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিপত্র জারী করা হয়েছে। চাহিদা হ্রাস এবং ক্ষতি হ্রাসের কার্যক্রম সফল করার জন্য আমাদের কৌশল পরিবর্তন করতে হবে।অতঃপর আলোচ্য কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার জন্য সভাপতি মহোদয় আগ্রহীদের নাম আহবান করেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ কার্যক্রমে সহযোগিতা করবেন মর্মে আশ্বাস দেন:

১। জনাব প্রফেসর ডাঃ মোঃ তাজুল ইসলাম, মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউড।
২। জনাব প্রফেসর ঝুনু সামছুন্নাহার, চেয়ারম্যান, সাইক্রিয়াটিক ডিপার্টমেন্ট, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।
৩। কিনিক্যাল সাইকোলজি ও কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ
০১	বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সমূহের মানসম্মত চিকিৎসা প্রদানের জন্য যথাযথ তাদারকি করতে হবে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
০২	স্কুল কেন্দ্রিক মাদক বিরোধী প্রচারণা কার্যক্রম বাড়াতে হবে	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/শিক্ষা মন্ত্রণালয়
০৩	সুস্থ ধারার সংস্কৃতি বিকাশ সুস্থ বিনোদন এবং খেলাধুলার মাধ্যমে মাদকের বিস্তার রোধ করতে হবে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক সকল
০৪	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাইকোলজিস্ট/কাউন্সেলর নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
০৫	মাদকাসক্তদের চিকিৎসার ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করতে হবে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
০৬	বিশ্ববিদ্যালয়ে ডোপ টেষ্টের ব্যবস্থা করতে হবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
০৭	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে সাইকোলজিষ্ট নিয়োগ করতে হবে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
০৮	মাদক ব্যবসায়ীদের কঠিন শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
০৯	ইকো প্রশিক্ষণ পুনরায় চালু করতে হবে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
১০	মাদকাসক্তদের সংখ্যা ও ধরণ নিয়ে জরিপ করতে হবে	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ ব্যুরো
১১	মাদকাসক্তি ও এর চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ো গবেষণা প্রয়োজন। মাদকাসক্তি প্রতিরোধ এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর মডেল তৈরি করতে হবে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়।

সভায় কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দেশে মাদকের চাহিদা হ্রাসের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে যেসব জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয় তন্মধ্যে সেমিনার, ওয়ার্কসপ, মাদকবিরোধী শর্ট ফিল্ম/ ডকুমেন্টারী প্রদর্শন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণি বক্তৃতা ও মাদকবিরোধী কমিটি গঠন উল্লেখযোগ্য। ফেব্রুয়ারি'২০১৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	২৮৫ টি স্থান
শ্রেণি কক্ষে বক্তৃতা	১৩২ টি স্থান
পোষ্টার/লিফলেট বিতরণ	৩৪৫ টি স্থান
শর্টফিল্ম/ডকুমেন্টারী প্রদর্শন	১১৬ টি স্থান
সেমিনার ওয়ার্কসপ	০০ টি স্থান
মাইকিং	৮৯ টি স্থান
সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড লিখন/স্থাপন ও দেয়াল লিখন	১৯২ টি স্থান
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফেস্টুন/ পোস্টার প্রদর্শন	২১৯ টি স্থান
অপারেশন কালে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা	৩৪৫ টি স্থান

মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের কিছু সংবাদচিত্র

ফেব্রুয়ারি/১৬ মাসে দেশব্যাপী মোট ২৮৫ টি মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণি বক্তৃতা হয়েছে ১৩২ টি।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ শোভারামপুর সুইস গেট, কোতয়ালী, ফরিদপুরে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা চেয়ারম্যান

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ ভাষানচর, সদরপুর, ফরিদপুরে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা ও লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সদর সার্কেল ফরিদপুর এর পরিদর্শক জনাব বিমল চন্দ্র বিশ্বাস

গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ রেইচা উ"চ বিদ্যালয়, বান্দরবানে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান, লিফলেট বিতরণ ও ক্যালেন্ডার বিতরণ করেন জনাব মো: শাহ্-নেওয়াজ সহকারী পরিচালক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, বান্দরবান

গত ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ ইকবাল মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজ, দাদানভূঞা, ফেনী, ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মো: শরীফুল ইসলাম, পরিদর্শক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফেনী সার্কেল, ফেনী

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ মোহাম্মদপুর সার্কেল এর অধীনে আদাবর থানা এলাকা ঢাকায় মাদকবিরোধী মাইকিং করা হয়

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ করোটিয়া, টাঙ্গাইল, স্কুল খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের মাঝে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামুন, পরিদর্শক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, অফিস টাঙ্গাইল

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ সদর থানাধীন হরিনারায়ণপুর, নোয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয় সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকের কুফল নিয়ে আলোচনা ও লিফলেট বিতরণ করেন জনাব মো: ইকবালুর রহমান, পরিদর্শক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নোয়াখালী

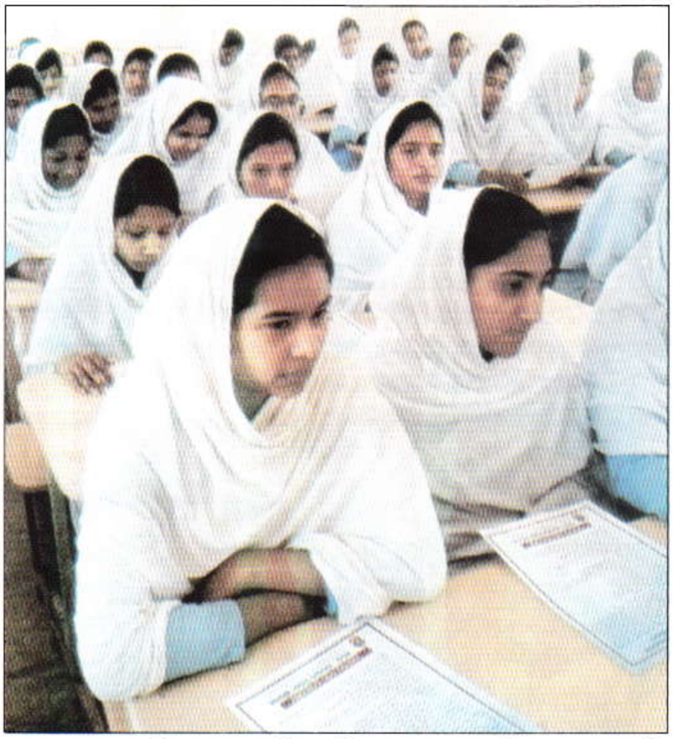

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ মানিকগঞ্জ থানার কাঞ্জি ফাতেমা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ছাত্রীদের মাঝে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান ও লিফলেট বিতরণ করেন জনাব মো: সাইফুল ইসলাম ভূঞা, পরিদর্শক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, মানিকগঞ্জ

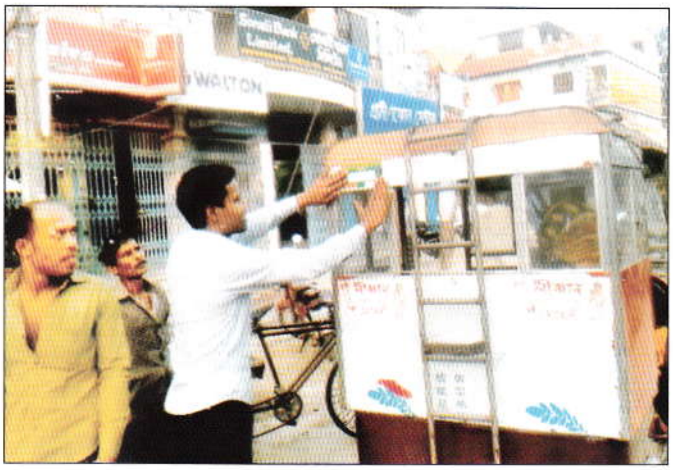

গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ ঝিনাইদহ সদর সোনালী ব্যাংক মোড়ে বিভিন্ন যানবাহনে মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক ষ্টিকার লাগানো হয়

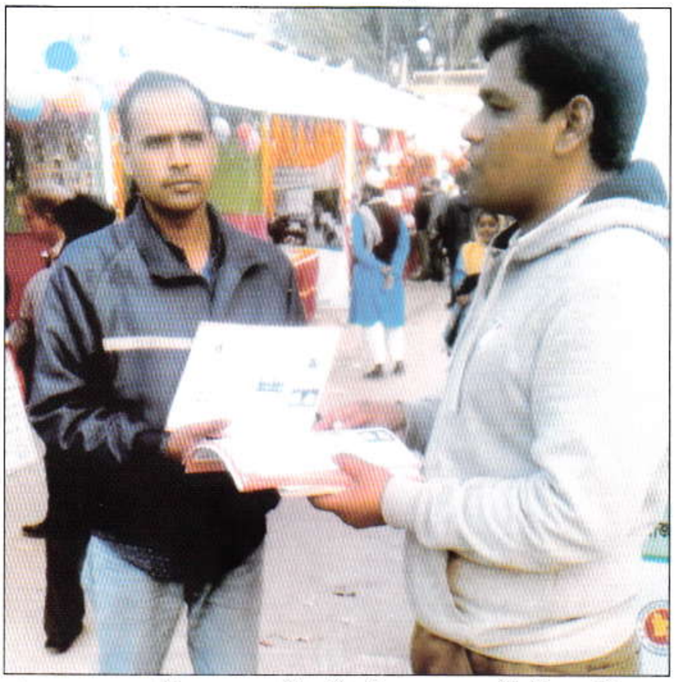

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ ঝিনাইদহ পুরাতন ডি.সি কোর্ট চত্তরে একুশের বই মেলায় মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করা হয়

গত ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ বি পি স্কুল সান্তাহার, বগুড়া মাদকবিরোধী আলোচনা ও লিফলেট বিতরণ করেন উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জনাব শামীম আহম্মেদ

অপারেশনাল কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ফেব্রুয়ারি'১৬ মাস পর্যন্ত উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য, দায়েরকৃত মামলা ও মামলাসমূহে অর্ন্তভূক্ত আসামীর সংখ্যা নিম্নরূপঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	২৫	২৮	০.৮০৭ কেজি
গাঁজা	৪৩৮	৪৫৫	২০০.৮০৪ কেজি
গাঁজা গাছ	২	২	৪ টি
অবৈধ চোলাই মদ	৫৫	৫২	৫৪৭.৩৬ লিটার
দেশী মদ	৪	৫	৮২.৫ লিটার
বিদেশী মদ	৪	৪	৫.৪৩ লিটার
বিদেশী মদ	১০	১০	৭২৯ বোতল
বিয়ার	৩	৩	৬৫৬ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৮	৮	২০১.২ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	১২	১২	৬৭৩ লিটার
কোডিন মিশ্রিত (ফেনসিডিল)	৩৮	৪৫	১৬৯২ বোতল
তাড়ী (টোডি)	১৭	১৭	৪৯৬ লিটার
পচুঁই	১৩	১৪	১০৪০ লিটার
বুপ্রেনরফিন(টিডি জেসিক ইনঃ)	২	২	৩৮ এ্যাম্পুল
ডায়াজিপাম	১	১	২ টি
ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	৭	৭	১০৮৮০ লিটার
ইয়াবা ট্যাবলেট	১৩৩	১৫৮	৭৫২৩৯ টি
লুপিজেসিক ইনজেকশন	৪	৪	১৩৩৩ এ্যাম্পুল
ভায়াগ্রা/সানাগ্রা ট্যাবলেট	১	১	১০০০০ টি
টলুইন			
মুলি	১	০	৪০০ পিচ
নগদ অর্থ			১৪৮১২০ টাকা
অপিয়েট মিশ্রিত ড্রিংক্স	২	২	৪৩০ বোতল
এনার্জি ড্রিংস (ইত্যাদি)	৩	৩	৮৬ বোতল
মোটর সাইকেল			৪ টি
মোবাইল সেট			৮ টি
বাইসাইকেল			১ টি
বাখার			৪২০ কেজি
অন্যান্য	৯	৯	
সি এন জি			২ টি
পিস্তল			১ টি
রামদা			২ টি
মোটঃ			

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম (ফেব্রুয়ারি'-১৬)

সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এর মাসিক প্রতিবেদন

কেন্দ্রের নাম	চিকিৎসা সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা							মন্তব্য
	আন্ত:বিভাগ		বহি:বিভাগ					
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট	নতুন	পুরাতন	
সিটিসি,ঢাকা	৩৬	৫	২০০	০	২৪১	১১৪	৮৬	
আরসিটি,চট্টগ্রাম	৪	০	১১	০	১৫	১৫	০	
আরসিটি,খুলনা	০	০	২	০	২	২	০	
আরসিটি, রাজশাহী	০	০	০	০	০	০	০	ডাক্তার না থাকায় চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ ।
রাজশাহী জেল হাসপাতাল	২৬	০	২৯৫	০	৩২১	২৫৪	৬৭	
কুমিল্লা জেল হাসপাতাল	০	০	০	০	০	০	০	
যশোর জেল হাসপাতাল	১৫৮	০	৫৭	০	২১৫	১৫৮	৫৭	
মোট	২২৪	৫	৫৬৫	০	৭৯৪	৫৪৩	২১০	

বেসরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় পুনর্বাসন কেন্দ্রের (ফেব্রুয়ারি'-১৬) মাসের প্রতিবেদন

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস/ মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল	কেন্দ্রের মোট সংখ্যা	কেন্দ্রসমূহের মোট বেড সংখ্যা	প্রতিবেদন প্রাপ্ত কেন্দ্রের সংখ্যা	বিগত মাস থেকে আগত রোগীর সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে কেন্দ্রে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
ঢাকা মেট্রোঃ উপ অজ্ঞল	৪২	৬০৫	৩৮	৪৩৬	২২৭
ঢাকা জেলা	৩	৩০	৩	৪৯	২১
নারায়নগঞ্জ	৪	১০	০	০	০
মানিকগঞ্জ	২	২০	০	০	০
গাজীপুর	১০	১০০	৯	৪৫	৪৫
ময়মনসিংহ	৬	৬০	৬	৩৬	২৮
নেত্রকোনা	১	১০	০	০	০
টাংগাইল	৩	৩০	২	১৯	৭
জামালপুর	৩	৩০	০	০	০
ফরিদপুর	৩	৩০	৩	২৪	১২
নরসিংদী	১	১০	১	৫	৫
কিশোরগঞ্জ	২	২০	০	০	০
চট্টগ্রাম মেট্রো	১১	১৪০	১১	৮৩	৩৬
চ্রট্টগ্রাম জেলা	২	২০	০	০	০
ফেনী	৪	৪০	৪	৩৭	১৫
কুমিল্লা	৫	৫০	৫	৫০	৩৯
রাজশাহী জেলা	৪	৬০	৪	৩৯	৩৯
বগুড়া	১০	১০০	৯	১১০	৭০
জয়পুরহাট	৩	৩০	৩	২৭	১৮
পাবনা	১	১০	০	০	০
নওগাঁ	৫	৫০	৫	৫০	১৮

খুলনা	৪	৫৫	৪	৩৬	৩৬
কুষ্টিয়া	২	২০	১	২৭	২
যশোর	১	১০	১	১৮	১২
চুয়াডাঙ্গা	১	১০	০	০	০
সাতক্ষীরা	১	১০	০	০	০
বরিশাল	১	১০	১	৯	৬
সিলেট	৮	৯০	৭	৭০	৪৮
হবিগঞ্জ	১	১০	১	১০	৬
মৌলভী বাজার	২	২০	২	০	০
রংপুর	৪	৪০	৪	২১	২২
দিনাজপুর	২	২০	২	২৯	১৬
মোট	১৫২	১৭৫০	১২৬	১২৩০	৭২৮

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস/ মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল	বিবেচ্য মাসে ভর্তি রোগীদের মাদক ভিত্তিক আসক্তির সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে ছাড়কৃত রোগীর সংখ্যা
ঢাকা মেট্রোঃ উপ অঞ্চল	হেরোইন-২৭, গাঁজা-৩৫, ফেন্সিডিল-৮, ইয়াবা-১৪০ অন্যান্য-১৭	২০৮
ঢাকা জেলা	হেরোইন-৭, গাঁজা-১০, ফেন্সিডিল-৪, ইয়াবা-০, অন্যান্য-০	২৪
নারায়নগঞ্জ	হেরোইন-০, গাঁজা-০, ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-০, অন্যান্য-০	০
মানিকগঞ্জ	হেরোইন-০, গাঁজা-০, ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-০, অন্যান্য-০	০
গাজীপুর	হেরোইন-১০, গাঁজা-১২, ফেন্সিডিল-৮, ইয়াবা-৭, অন্যান্য-৮	৪০
ময়মনসিংহ	হেরোইন-৫, গাঁজা-৬, ফেন্সিডিল-৮, ইয়াবা-৯, অন্যান্য-০	৩০
নেত্রকোনা	হেরোইন-০, গাঁজা-০, ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-০, অন্যান্য-০	০
টাংগাইল	হেরোইন-৪, গাঁজা-২, ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-১, অন্যান্য-০	৭
জামালপুর	হেরোইন-০, গাঁজা-০, ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-০, অন্যান্য-০	০
ফরিদপুর	হেরোইন-৪, গাঁজা-৫, ইয়াবা-২, ফেন্সিঃ ১, অন্যান্য-০	১৩
নরসিংদী	হেরোইন-৩, গাঁজা-২, ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-৫, অন্যান্য-০	৭
কিশোরগঞ্জ	হেরোইন-০, গাঁজা-০,ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-০, অন্যান্য-০ ।	০
চট্টগ্রাম মেট্রো	হেরোইন-১১, গাঁজা-৬,ফেন্সিডিল-২, ইয়াবা-১০, অন্যান্য-৭ ।	৩৬
চট্টগ্রাম জেলা	হেরোইন-০, গাঁজা-০,ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-০, অন্যান্য-০ ।	০
ফেনী	হেরোইন-০, গাঁজা-৬,ফেন্সিডিল-১, ইয়াবা-৮, অন্যান্য-০ ।	১৬
কুমিল্লা	হেরোইন-৯, গাঁজা-৮,ফেন্সিডিল-১০, ইয়াবা-১১, অন্যান্য-১৬	৩৯
রাজশাহী জেলা	হেরোইন-১২, গাঁজা-৯, ফেন্সিডিল-৫, ইয়াবা-১১, অন্যান্য-২ ।	২৬
বগুড়া	হেরোইন-৪১, গাঁজা-১০, ফেন্সিডিল-৪, ইয়াবা-১০, অন্যান্য-৫ ।	৯০
জয়পুরহাট	হেরোইন-৭, গাঁজা-২, ফেন্সিডিল-৪, ইয়াবা-২, অন্যান্য-৩ ।	১৬
পাবনা	হেরোইন-০, গাঁজা-০,ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-০, অন্যান্য-০ ।	০
নওগাঁ	হেরোইন-৫, গাঁজা-৪,ফেন্সিডিল-৭, ইয়াবা-০, অন্যান্য-২ ।	৪০
খুলনা	হেরোইন-৯, গাঁজা-১২, ফেন্সিডিল-৪, ইয়াবা-৬, অন্যান্য-৫ ।	২৬
কুষ্টিয়া	হেরোইন-০, গাঁজা-১,ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-১, অন্যান্য-০ ।	৭
যশোর	হেরোইন-১, গাঁজা-০,ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-২, অন্যান্য-০ ।	৪
চুয়াডাঙ্গা	হেরোইন-০, গাঁজা-০,ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-০, অন্যান্য-০ ।	০
সাতক্ষীরা	হেরোইন-০, গাঁজা-০,ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-০, অন্যান্য-০ ।	০
বরিশাল	হেরোইন-০, গাঁজা-১,ফেন্সিডিল-১, ইয়াবা-১, অন্যান্য-০ ।	৬
সিলেট	হেরোইন-১০, গাঁজা-১৫,ফেন্সিডিল-১১, ইয়াবা-১১, অন্যান্য-২ ।	৪১
হবিগঞ্জ	হেরোইন-২, গাঁজা-২,ফেন্সিডিল-২, ইয়াবা-০, অন্যান্য-০ ।	৬
মৌলভী বাজার	হেরোইন-০, গাঁজা-০,ফেন্সিডিল-০, ইয়াবা-০, অন্যান্য-০ ।	০
রংপুর	হেরোইন-৬, গাঁজা-৪,ফেন্সিডিল-৭, ইয়াবা-৪, অন্যান্য-১ ।	২৫
দিনাজপুর	হেরোইন-২, গাঁজা-৭,ফেন্সিডিল-২, ইয়াবা-৩, অন্যান্য-২	২১
মোট	***হেরোইন-১৪৩, গাঁজা-১০৫, ইয়াবা-২৮৫, ফেন্সিডিল-৯০, অন্যান্য-৬০***	৭২৮

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম (রাজস্ব আদায়)

মদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালসের মাধ্যমে আমদানি, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে ফেব্রুয়ারি'২০১৫ এবং ফেব্রুয়ারি'২০১৬ সাল পর্যন্ত মাসভিত্তিক আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামুলক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃন	অঞ্চলের নাম	ফেব্রুয়ারি'২০১৫	ফেব্রুয়ারি'২০১৬
১।	ঢাকা অঞ্চল	৭৫,৪৯,৭১৪/-	৭৫,৮৩,৯৩০/-
২।	সিলেট অঞ্চল	৩৪,২৪,৫৬৬/-	৩৪,৮৭,৬২৬/-
৩।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩৩,৬০,৭৮৪/-	৩২,৭৭,৫১৫/-
৪।	খুলনা অঞ্চল	৩,৭৬,৩০,৯৮৫/-	২,৫৮,৫৬,৭১২/-
৫।	বরিশাল অঞ্চল	৪,০৩,৮০০/-	৩,৮৬,৬০০/-
৬।	রাজশাহী অঞ্চল	৭১,৭৫,৫৬৩/-	৬৯,২৪,২০০/-
	মোট	৫,৯৫,৪৫,৪১২/-	৪,৭৫,১৬,৫৮৩/-

অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর

নাম/ পদবী/ কর্মস্থল	সময়সীমা
জনাব নবরঞ্জন ভদ্র সহকারী উপ পরিদর্শক জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, পটুয়াখালী	১০/০২/২০১৬-০৯/০২/২০১৭

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন : ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স : ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল : dgdncbd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.dnc.gov.com
মুদ্রণে : বর্ষা (প্রাঃ) লিঃ, ৮/৩ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫, ফোন : ০২-৫৮৬১৭১৫৮, ০১৭১৬-০৮৯২৭৬।